২০-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের এক ফোঁটা হল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই এক ফোঁটাতেই মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে"

প্রশ্ন : - কোন পুরুষার্থের মধ্যে নিজের এবং অন্যদের উন্নতি ও লীন হয়ে আছে ?

উত্তর : - ১ -- স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, এর মধ্যেই নিজের এবং অন্যদের উন্নতিও লুকিয়ে আছে । তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণে বসো ঠিক যেন অন্যদেরও শান্তি প্রদান করো । ২ -- নিজেদের মধ্যে দেহ-অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ ছেড়ে রুহানী বার্তালাপ করলে উন্নতি হতে থাকবে । তোমাদের মধ্য দিয়েই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাবে সবাইকে শান্তি আর সুখের পথ প্রদর্শন করাবে, ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে ।

গীত : - তুমি প্রেমের সাগর আমরা তারই পিয়াসী •••••

ওম্ শান্তি । মানুষ ভক্তি মার্গে এই গান গেয়ে এসেছে । তাঁর মহিমা করে এসেছে । মহিমা করেছে পরমপিতা পরমাত্মার । ভক্তি মার্গে অনেক প্রকারের প্রশস্তিও আছে, উৎসবও পালন করে, তারও প্রশস্তি আছে । কোনও মানুষ, সাধু-সন্ত ইত্যাদির মহিমা হতে পারে না । গীতও গায় - তিনি জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞানের এক ফোঁটাও যদি আমরা প্রাপ্ত করি তবে আমরা চলে যাব । কোথায় যাবে ? মুক্তি বা জীবনমুক্তি ধামে । মহিমা হতেই থাকে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা কেউ জানেনা । তোমরা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জান। দুই জন পিতার তাৎপর্যও তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে -- এক হলেন লৌকিক পিতা, তার কথা স্মরণে এলেই শরীর ধারনকারী পিতার কথাই মনে আসে । আত্মা শরীর প্রদানকারী পিতাকে মনে রাখে কিন্তু রুহানী পিতাকে ভুলে যায় । এটাই হলো ভুল । আসলে তারা ভুলে যায় নি কিন্তু ভুল এটাই যে তারা বলে আত্মাই পরমাত্মা । এও বলে আমি জীব আত্মা । আমার আত্মাকে বিরক্ত কোরনা । বিরক্ত আত্মাই তো হয় তাই না! আত্মা গর্ভজেলে সাজা ভোগ করলে তার শরীর দ্বারাও সেই দুঃখ অনুভূত হয় । সাক্ষাত্কারও স্থূল রূপে হবে, যখন আত্মা অনুভব করবে শরীর দ্বারা আমি দুঃখ পাচ্ছি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে সর্ব প্রথম প্র্যাকটিস কর আমি আত্মা । দেহ - অভিমান থাকলেই সম্বন্ধ স্মরণে আসবে -- ইনি কাকা, মামা ইত্যাদি •••• । শরীর নেই যখন কোনও সম্বন্ধও নেই । এটাই আত্মার জ্ঞান । কাউকে মহান পরমাত্মা খোড়াই বলা যেতে পারে। কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে তার আত্মাকে ডাকা হয় । কোনও অবস্থাতেই তাঁকে পরমাত্মা বলা যায় না । না, পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন না। তিনি তো জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে । আত্মা তো পুনর্জন্ম নিতেই থাকে । এটাও এখন বুঝে গেছ যে সর্ব প্রথম আত্মা হচ্ছে দেবী-দেবতাদের, ৮৪ জন্ম ভারতের জন্যই গায়ন আছে । এখন বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর সম্মুখেই বসে আছেন । পতিত -পাবনকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় ।বাবাকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর । ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান আছে। ঈশ্বর এসেই সৃষ্টি রচনা করেন, কারণ তাঁর মধ্যে রচনার জ্ঞান আছে । রচয়িতা বলা হয় যখন নিশ্চয়ই সৃষ্টি রচনা করেছিলেন, তবেই তো বলা হয় । রচয়িতা বাবাকে বলা হয় । বোন-ভাইকে রচয়িতা বলা হয়না । রচয়িতা সবসময় বাবাকেই বলা হয়ে থাকে । বাচ্চারা জানে আমাদের সামনে এখন বাবা বসে আছেন । হতে পারে কেউ বিলেতে বসে আছে, বলবে বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু

স্মরণ তো করবেই, তাই না ! তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে, কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধদের সংস্পর্শে এসে পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাকটিস কর । আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা চলি । আত্মার জ্ঞান তো তোমাদের আছে । এটাও জান আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল । এমনটা বলা হয়না যে পরমাত্মারা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল •••• আত্মা আর পরমাত্মা এই বলা হয় ।

এখন বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছে। ওরা বলে, তোমার এক বিন্দু অনেক । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমরা আত্মাদের পিতা। ব্যস, একেই বলে জ্ঞান । এমন কথা বলার সাহস আর কারও হবে না যে, তোমরা সব আত্মাদের পিতা আমি, যাকে জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন বলা হয় । একথা বলতে আর কেউ আসবে না। বাবাই বলতে পারেন আমি তোমাদের পিতা । প্রকৃতপক্ষেই মহাভারত লড়াই সামনে অপেক্ষা করছে । যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে। সবকিছুই নির্ভর করছে তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করছ তার উপর। কারও পক্ষে ছবি দেখে বোঝা মুশকিল যতক্ষণ না টিচার বুঝিয়ে দিচ্ছেন । স্কুলেও তো টিচারই বুঝিয়ে দেন -- এটা ইন্ডিয়া, ওটা লন্ডন । বুঝিয়ে না দিলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না । যদি ম্যাপে শুধু নাম থাকে তবে নামটাই জানবে । কিন্তু কোথায় আছে, কে সেখানে রাজ্য করছে কিছুই জানতে পারবে না । এখানেও প্রতিটি জিনিস বোঝানোর আছে । আজকাল তো চমকপ্রদ কিছু প্রদর্শনী হবে তবেই মানুষ আসবে । এখন এখানে যারা আসবে তাদের ভালো করে বোঝাতে হবে ।বাচ্চারাই বোঝাবে ইনি জগত অম্বা, সবার মনোকামনা পূর্ণ করেন। ঝাড়ের নীচে দেখানো হয়েছে -- কামধেনু বসে আছে । সেইজন্য সাক্ষাত করতেও আসবে । জগত পিতা আছে যখন নিশ্চয়ই জগতের মা -ও থাকবে , কিন্তু জগত অম্বা একজনকেই বলা হয় কেননা কলস মাতাদেরই অর্পণ করা হয়েছে । প্রধান হলেন জগদম্বা এবং সাথে তাঁর সেনাও আছে । তোমরা বাচ্চারা এগজিবিশন করছ যখন ওখানে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বাচ্চা প্রয়োজন । বাবা বুঝিয়ে বলেছেন প্রধান বিষয়ই হলো বাবার পরিচয় দেওয়া । সর্বপ্রথম ওদের বোঝাও যে বাবা হলেন দু'জন । একজন তোমাদের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে হদের বর্সা গ্রহণ করেছ, এখন বেহদের বর্সা গ্রহণ কর।

অনেক সময় চলে গেছে অল্প বাকি আছে । বিকর্মের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে । যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হতে পারে । এ কোনও মাইর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় । এখনও পর্যন্ত কিছু না কিছু হিসেব-নিকেশ বাকি আছে তবেই তো এখনও ভুগতে হচ্ছে । কত পরিশ্রম করতে হবে। যদি দেহী -অভিমানী হতে পার তবে অনেক বিকর্ম বিনাশ করতে পারবে । মুশকিল তাই না ! এটাই তোমরা ঢাক -ঢোল পিটিয়ে প্রচার কর যাতে পরে কেউ দোষারোপ করতে না পারে । তোমরা বলতে পারবে আমরা তো ঢাক-ঢোল বাজিয়েছি, সংবাদপত্রেও প্রচার করেছি । যতটা সম্ভব সবার নিমন্ত্রণ পাওয়া উচিত । বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ কর । অনেক নিমন্ত্রণ পত্র বিলি কর । সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিল্লিতেই হতে পারে । দিল্লি হলো সারা ভারতের রাজধানী । ওখানে সব সংবাদপত্রের এজেন্টরা থাকে । সংবাদপত্র দ্বারাও প্রচার করতে হবে । লৌকিক বাবার কাছ থেকে জন্ম - জন্মান্তর ধরে বর্সা নিয়ে এসেছ, এখন আবার পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বর্সা গ্রহণ কর । ওদের বল যে বৈকুন্ঠকে তোমরা স্মরণ কর সেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করার জন্য বাবার কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্তি কর । প্রতিটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার কর -- শিববাবার বার্থ প্লেস হলো

ভারত । সবাইকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র বাবা। সুতরাং সবচেয়ে বড়ো তীর্থ পরমপিতা পরমাত্মা পতিত - পাবনের হলো না ! কিন্তু এটা কেউ জানেনা । ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম, বুদ্ধ প্রত্যেকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে আছে । ক্রিশ্চিয়ান মানুষ নিজেরাই বলে ক্রাইস্ট এখানেই অন্য রূপে আছে । ক্রিশ্চিয়ানরাও ঝাড়কে (সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ) মানে। নয়তো এত আত্মা কোথা থেকে আসে । নিশ্চয়ই সেকশন আছে যেখান থেকে আসে । হিস্ট্রির পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হবে। এই ঝাড় বড়ো সুন্দর কিন্তু এর মূল্য বাচ্চাদের কাছে নম্বর অনুসারে আছে ।

বাচ্চারা অন্যদের বোঝানোর জন্য প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকে । এখানে কোনও আর্টের শো করা উচিত নয় । আর্ট গ্যালারিতে তো ব্যর্থ চিত্র প্রদর্শিত হয় । মনে করে এটাই আর্ট । দেবতাদের পাতলা কোমর ইত্যাদি কেমন কেমন সব চিত্র তৈরি করে। ওখানে (সত্য যুগ) তো দেবতাদের ন্যাচারাল সৌন্দর্য থাকে। এই সময় তো ৫ তত্ত্বই তমোপ্রধান । সত্য যুগে ৫ তত্ত্বই সতোপ্রধান থাকে । কৃষ্ণ ফর্সা আবার শ্যাম বলে গায়ন আছে । ওখানে শরীরের জন্য কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না । এখানে দেখ কত যত্ন নিতে হয় । ওখানে বৃদ্ধ বয়সেও দাঁত ইত্যাদি সব মজবুত থাকে । যখন দাঁত ভেঙে যায় তখন বিকৃত লাগে । ওখানে তো ফার্স্টক্লাস ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে । প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু কেউ হয়না । এখানে দেখ তো কত প্রতিবন্ধী, পঙ্গু জন্ম গ্রহণ করে । তোমরা এমনই একটা পরিস্তানের মালিক হতে যাচ্ছ । একজন মুসাফির এসেই পরিস্তানে নিয়ে যান । তোমরা মুসাফির এখানে পার্ট বাজাতে বাজাতে পতিত হয়ে যাও, আত্মাও কালো হয়ে যায় । বাবা তো চির সুন্দর, তাই তাঁর মধ্যে কোনও খাদ পড়েনা । আমি তো খাঁটি শোনা, তাই সবাই আমাকে ডাকে । চির পবিত্র যে তাঁকেই ডেকে বলে -- বাবা এসো, আমাকেও তোমার মতো করে গড়ে তোল । তোমরা চির পবিত্র তো হতে পারবে না । সতোপ্রধানের মধ্যে সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু নম্বর অনুসারে । নাটকে কুশীলবরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে । কেউ হিরো-হিরোইনের পার্ট করে আর তারা উপার্জনও বেশি করে । এখন তো গভর্নমেন্টও উপার্জনের উপর ট্যাক্স বসায় । বলা হয় : কারো সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে কারো মানুষের সম্পদ সরকার নিয়ে নেবে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের নামে ব্যবহৃত অর্থই উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার হবে, কেননা যে বাবার সহযোগী হবে সে-ই সেফ থাকবে । তোমাদের তো ওখানে প্রচুর সম্পদ থাকবে । কত সোনা, হীরে জহরত ইত্যাদি থাকবে । কিন্তু তোমাদের সেসবের প্রতি কোনও উদ্বেগ থাকবে না । থোড়াই তোমাদের কাছ থেকে কেউ লুট করে নিয়ে যাবে ? হীরে, সোনা ইত্যাদির নতুন-নতুন খনি পাবে । হীরে পাথরের মতো পথে পড়ে থাকবে । সব তোমরা পাবে । যেমন ইটের বাড়ি তৈরি হয়, ওখানে তেমনই সোনার মহল তৈরি হবে। ধনবান প্রজারাও সোনার মহল তৈরি করবে । যিনি দাতা তিনিও সোনার মহল তৈরি করবেন । বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। তিনি কখনওই এমন বলেন না যে না খেতে পেয়ে মরে যাও । সন্তানাদি ঘর, পরিবারকেও সামলাতে হবে, তাদের দুঃখ দিওনা । না খাইয়ে মেরে ফেলোনা । দয়াশীল হতে হবে । মানুষ কত দুঃখী । তোমরা জান যখন দুর্ভিক্ষ হবে কত মানুষ দুঃখী হয়ে পড়বে । ত্রাহি-ত্রাহি করবে, তারপরই জয়জয়কার হবে । সব আত্মারা তখন সুখ ভোগ করবে । বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা । সুখ হলো দুই প্রকার -- এক শান্তিধামে থাকা আর অপরটি হলো সুখধামে থাকা । সুখধামে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। যখন মানুষ দুঃখী হয়ে পড়ে, আমার পার্টও ঐ সময় শুরু হয়, তাই আমার নাম দুখ হর্তা, সুখ কর্তা, সবার শান্তি দাতা, সুখদাতা ।

তোমরা জান বাবার সাথে সহযোগী হয়ে আমরাও সবাইকে শান্তি প্রদান করি । যত স্মরণে থাকবে ততই অন্যদের দান করতে পারবে । নলেজ দেওয়াই হয় সুখের জন্য। সুতরাং বাচ্চাদেরই মাতা-পিতাকে নিজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাতে পারবে, সুখ শান্তির মার্গ অনেককে বলে দিতে পারবে ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । বাবা তোমাদের কত নতুন দুনিয়ার নতুন নতুন কথা শোনান । পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া দুটোরই সাক্ষাত্কার করান । বাবা আরও সাক্ষাত্কার করাবেন কিন্তু যারা বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবে । স্বচ্ছ পবিত্র বাচ্চারাই ঈশ্বরের প্রিয় হয় । তোমরা অনেক কিছু দেখবে যেমন শুরুতে দেখিয়েছিলাম, আবার শেষেও দেখবে । কত রকমের প্রোগ্রাম তোমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তোমরা সাক্ষাত্কারও করেছিলে । তোমরা কত সুন্দর সুসজ্জিত ছিলে, মুকুট পরিহিত ছিলে । আবারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেসব দেখবে । বলা হয়ে থাকে শিকারি প্রার্থনা করে হত্যা করে সুখ পাওয়ার জন্য । সেই সময় পার্টিশন মৃত্যুর প্রার্থনা ছিল । তোমাদের কোনও ব্যাপারে কোনও উদ্বেগ ছিল না । তোমরা তো যেন জীবিত থেকেও মৃত ছিলে । তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা পরিশ্রম কর, পুরুষার্থ কর যে আমরা আত্মা । একে অপরের সাথে আত্মিক স্থিতিতে কথাবার্তা বল । দেহ - অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ শেষ । যারা আশ্চর্যজনক ভাবে পলায়ন করবে তারা এইসব দেখবে না । অতীত তোমরা দেখেছ আর নতুন যা কিছু হবে তাও তোমরা দেখতে পাবে । সুতরাং পরিশ্রম কর । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন । আদরের বাচ্চারা কত ভালবাসা পায় । যে ভালো সার্ভিস করবে সে বাবার ভালবাসাও পাবে উচ্চ পদও প্রাপ্তি হবে । ভুলে যেওনা । আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন । স্বর্গের উত্তরাধিকারী করে তুলছেন । দৈবী গুণ সম্পন্ন হতে হবে । আগে তো সবার মধ্যেই আসুরি গুণ ছিল । এখন বাবা সামনে এসে বসেছেন, যাঁর কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয় ,ওঁনার প্রতিই ভালবাসা থাকা উচিত । দালালের প্রতি নয় । দালাল তো থাকে মাঝখানে । তোমাদের চুক্তি তো একজনের সাথেই । সুতরাং বাবাকে স্মরণ কর । দেহ -অভিমানকে ত্যাগ কর । আমার এক বাবা, দ্বিতীয় আর কোনও দেহধারী যেন স্মরণে না আসে । এখানে বাবা এসেছেন পুরানো বুটে (জুতো) । বাবা বলেন আমি এই বুট লোন নিয়েছি । কল্প পূর্বে এই কথা বলেছিলাম, এখনও আবার বলছি । আজকের দিনেই তোমাদের বুঝিয়েছিলাম আবারও বোঝাচ্ছি । বোঝার জন্য কত বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । লক্ষ্মী নারায়ণ প্রথম নম্বর হয়েছেন , নিশ্চয়ই ভালো প্রালব্ধ প্রাপ্তি করেছিলেন । এ হলো গডফাদারের মুক্তিসেনা। সারা দুনিয়াকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদানকারী মুক্তিসেনা । সবার সদ্গতি দাতা রাম । সমগ্র বিশ্বকেই মুক্তি দিতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সারা বিশ্বকে শান্তি প্রদান করতে হবে । বাবার মতো দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা হতে হবে ।

২) এক বাবার প্রতিই যেন সম্পূর্ণ ভালবাসা থাকে । নিজেদের মধ্যে দেহ- অভিমানের বার্তালাপ করা উচিত নয় । রুহানী বার্তালাপ করা উচিত ।

বরদান : - অপেক্ষা করা ছেড়ে ব্যবস্থা নিতে সমর্থ বিয়োগীর পরিবর্তে সহযোগী তথা সহজযোগী ভব

কিছু বাচ্চা আছে যারা অপেক্ষা করে থাকে, যদি কেউ মুক্ত করে তবে আমি ফ্রি হব, অমুক বিবাদ থামালে তবে আমি ফ্রি হব -- কিন্তু এমনটা কখনোই হবে না । এই বাধা বা মায়ার টেস্ট পেপার প্রতিটি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে উপস্থিত হবে। সুতরাং এটা কখনওই অপেক্ষা কোরো না যে অমুক ব্যক্তি পাশ করুক বা পরিস্থিতি অতিক্রম করুক ••••• না, আমাকেই পাশ করতে হবে, এমনটাই ব্যবস্থা কর । সবসময় শ্রীমত আধারে চলে সহযোগী থেকে সহজযোগী হয়ে ওঠ । কখনও সহযোগী আবার কখনও বিয়োগী এমন যেন না হয় ।

স্লোগান : - নিজের উদ্যম-উৎসাহ দ্বারা অনেক আত্মাদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা -- এটাই প্রকৃত সেবা ।